দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ JUL 30 1999
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

09

ঢাকা মেডিক্যাল হাসপাতালে ৫০ শয্যার বার্ন ইউনিট খোলা হচ্ছে

ইলিয়াস খান

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ৫০ শয্যাবিশিষ্ট বার্ন ইউনিট খোলা হচ্ছে। গত ২০ জুলাই স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে বিষয়টি অনুমোদিত হয়েছে। ইউনিট প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের বিষয় চলতি মাসেই সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। খবর সংশ্লিষ্ট সূত্রের।

জানা গেছে, বিগত প্রায় দেড় যুগ ধরে বার্ন ইউনিট প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালানো হয়। কিন্তু নানান জটিলতার কারণে সম্ভব হয়নি। অথচ প্রতিবছর প্রায় এক লাখ মানুষ এ্যাসিড, আগুনসহ নানান কারণে 'বার্ন ইনজিউরড' হয়ে থাকে। এদের অধিকাংশই কোন চিকিৎসা নিতে পারে না। কেননা দেশে একমাত্র ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে একটি বার্ণ ইউনিট রয়েছে। এখানে বেড সংখ্যা মাত্র ৮টি।

১৯৮৪ সালে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ নিজস্ব উদ্যাগে এ ইউনিট প্রতিষ্ঠা করে। এক্ষেত্রে সরকারী কোন সহযোগিতাও পাওয়া যায়নি। এর পর আর কোন বেডও বাড়ানো যায়নি। ফলে অনেক রোগীই এখানে এলে চিকিৎসা নিতে পারে না। বিগত কয়েক বছরের রোগীর সংখ্যা দেখলেই বোঝা যায় যে, কেন যথাযথ চিকিৎসা দেয়া যাচ্ছে না। ১৯৯২ সালে পুরুষ, মহিলা, শিশুসহ মোট রোগী ছিল এক হাজার ৭শ' ৩৫ জন, '৯৩-এ ছিল এক হাজার ৬শ' ৮৫, '৯৪-এ এক হাজার ৮শ' ৪৬, '৯৫-এ এক হাজার ৮শ' ৪৬, '৯৬-এ এক হাজার ৬শ' ৭১, '৯৭-এ এক হাজার ৯শ' ১৩ এবং '৯৮-এ ৭শ' ৭১ জন।

জানা গেছে, বর্তমানে এমন অবস্থা হয়েছে যে, কোন রোগীর অপারেশন প্রয়োজন হলে তাকে ২০০২ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। কারণ এর আগে কোন রোগীকে অপারেশন করার সুযোগ নেই। প্রতিদিনই অপারেশনের সিরিয়াল রয়েছে। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল বার্ন ইউনিটের কনসালট্যান্ট ডাঃ এসএল সেন জানান, 'স্বাধীনতার পর পরই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আহত পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার জন্য আমেরিকার অর্থোপেডিক সার্জন ডাঃ গার্স্টকে ঢাকায় নিয়ে আসেন। ডাঃ গার্স্টের পরামর্শেই ভারতীয় প্লাস্টিক সার্জন ডাঃ ভেজলিনকে ঢাকায় আনা হয়।

বঙ্গবন্ধু বিভিন্নভাবে পোড়া রোগীদের চিকিৎসার জন্য একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তা আর করে যেতে পারেননি। ১৯৮৪ সালে ঢাকা মেডিক্যালে বার্ন ইউনিট খোলা হলেও রোগীর চাহিদার কারণে এর পরিসর বৃদ্ধির নানান চেষ্টা চলে। কিন্তু কাজ হয়নি। ডাঃ সেন বলেন, বিগত সরকারের আমলেও চেষ্টা চালানো হয়। তৎকালীন স্বাস্থ্যমন্ত্রী কামাল ইবনে ইউসুফ অনেক দূর এগিয়েও ছিলেন। কিন্তু সরকারের পতন হওয়ায় করে যেতে পারেননি। প্রস্তাবিত ইউনিটটি ৬ একর ভূমির ওপর দশ তলা ভবনে প্রতিষ্ঠা করা হবে। প্রথমত ৩ তলা নির্মাণ করা হবে।